দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 JUL 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

049

রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্রাবাস

রাজেন্দ্র কলেজ হোস্টেল সরকারীভাবে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা সত্ত্বেও ছাত্ররা সেখানে আছে। দৈনিক বাংলার সংবাদদাতা ফরিদপুর থেকে জানিয়েছেন, এসব হোস্টেলে পলিথিন কাগজ দিয়ে রোদ বৃষ্টি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ লাইন নেই। ছাত্ররা লন্ঠনের আলোয় পড়াশোনা করে। তারা বৃষ্টিতে ভেজে। বইপত্র পানিতে ভাসে। প্রায় ৭০ বছর আগে নির্মিত ভবন যে কোন সময় ধসে পড়তে পারে।

ছাত্রাবাস ধসে পড়ার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা বছরখানেক আগে আমাদের একবার হয়েছে। সেই ভয়াবহ স্মৃতি এখনও আমাদের তাড়া করে। জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কোন রকম পুনরাবৃত্তি হোক তা আমরা কেউ চাই না। রাজেন্দ্র কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা এবং হোস্টেল কর্তৃপক্ষও নিশ্চয়ই চান না এরকম কোন ঘটনা ঘটুক। কিন্তু বিস্ময়, বিপদের এত আশংকা সত্ত্বেও এসব হোস্টেলে ছাত্ররা থাকছে। হোস্টেল কর্তৃপক্ষও থাকার অনুমতি দিচ্ছেন।

এতখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়েও যখন ছাত্ররা ওই হোস্টেল ভবনগুলিতে থাকছেন, তখন সহজেই অনুমান করা যায় তারা কতখানি নিরুপায়। ছাত্রদের আশ্রয় নেবার মত কোন জায়গা নেই বলেই নিশ্চয় তারা বাধ্য হয়ে এই বিপদের আশংকা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু অবস্থাটা সত্যিই কি মেনে নেবার মত?

আমরা মনে করি কলেজ কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসনের এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে কিছু করা দরকার। এক্ষেত্রে ঔদাসীন্য মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তাই ছাত্রদের থাকার জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা দরকার।

যাচ্ছেন। যাদও শ্রী মনিন্দ্র কুমার
নাথকেই উপজেলার দিলদার
হাইস্কুলে প্রধান, করনিক